পিকেএসএফ পরিক্রমা

এপ্রিল-জুন ২০২২ খ্রিঃ বৈশাখ-আষাঢ় ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

পিকেএসএফ ভবন

ই-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ ৮৮০-২-৮১৮১৬৬৪-৬৯ ৮৮০-২-৮১৮১৬৭৮

pksf@pksf.org.bd www.pksf.org.bd facebook.com/pksf.org

বন্যার্তদের সহায়তায় প্রায় দুই কোটি টাকা বরাদ্দ দিল পিকেএসএফ

বন্যায় বিপর্যস্ত সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলার মানুষের জন্য জরুরি মানবিক সহায়তা নিশ্চিতে প্রাথমিকভাবে ১.৯৮ কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)। বন্যার্তদের মাঝে জরুরি খাদ্য সামগ্রী, পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট ও খাবার স্যালাইন বিতরণের জন্য এ অর্থ ব্যয় হচ্ছে। পিকেএসএফ-এর ১১টি সহযোগী সংস্থার ৯৯টি শাখা অফিসের মাধ্যমে এ মানবিক সহায়তা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। পিকেএসএফ থেকে বরাদ্দকৃত তহবিলের পাশাপাশি সহযোগী সংস্থাগুলো তাদের নিজেদের তহবিল ব্যবহার করেও বিভিন্ন মানবিক সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

পরবর্তীতে বন্যা পরিস্থিতি বিবেচনায় বরাদ্দ বৃদ্ধিসহ জরুরি সহায়তা কার্যক্রম জোরদার করতে সকল প্রস্তুতি নিয়েছে পিকেএসএফ। এ লক্ষ্যে, পিকেএসএফ-এ একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়েছে, যা বন্যা পরিস্থিতি সম্পর্কে সার্বক্ষণিক খোঁজখবর রাখছে। এছাড়া, বন্যাকালীন ও বন্যা-পরবর্তী সময়ে জীবিকায়ন কার্যক্রম পরিচালনায় সহযোগী সংস্থাদের করণীয় বিষয়ক একটি নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়েছে।

কুমিল্লায় পিকেএসএফ-এর আবাসন কার্যক্রম পরিদর্শন বিশ্বব্যাংক প্রতিনিধিদলের

স্বল্প খরচে আবাসন সহায়তা প্রকল্পে সন্তোষ প্রকাশ

বিশ্বব্যাংকের বাংলাদেশ ও ভুটানের কান্ট্রি ডিরেক্টর মার্সি মিয়াং টেম্বন-এর নেতৃত্বে বিশ্বব্যাংকের একটি প্রতিনিধিদল ২০ মে ২০২২ তারিখে কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় লো-ইনকাম কমিউনিটি হাউজিং সাপোর্ট প্রজেক্ট (এলআইসিএইচএসপি)-এর বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করে। এ প্রতিনিধি দলে ছিলেন বিশ্বব্যাংকের প্র্যাকটিস ম্যানেজার রবিন মারন্স, সিনিয়র সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট স্পেশালিস্ট সাবাহ মঈন ও আখতার জামান, এবং কনসালটেন্ট ইঞ্জিনিয়ার মোঃ রফিকুল ইসলাম।

দিনব্যাপী এ সফরে দলটির সঙ্গে ছিলেন পিকেএসএফ-এর মহাব্যবস্থাপক এবং এলআইসিএইচএসপি-এর প্রকল্প পরিচালক ড. একেএম নুরুজ্জামানসহ প্রকল্পের কর্মকর্তাবৃন্দ। প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করার জন্য এটিই ছিল এই অঞ্চলে বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টরের প্রথম সফর। রাজধানী ঢাকা থেকে ৮০ কিমি দক্ষিণে কুমিল্লার কাজিপাড়া ও রাজাপাড়ায় এ পরিদর্শন পরিচালিত হয়। নির্বাচিত পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনে অপরিকল্পিতভাবে বসবাসরত স্বল্প আয়ের জনবসতির আবাসন ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিচালিত এলআইসিএইচএস প্রকল্পের অর্থায়নে নির্মিত তিনটি নতুন বাড়ি পরিদর্শন করেন বিশ্বব্যাংকের প্রতিনিধিবৃন্দ। পরিদর্শনের সময় মার্সি মিয়াং টেম্বন প্রকল্পের অগ্রগতি এবং প্রকল্পের অর্থায়নে নির্মিত কয়েকটি বাড়ির মান এবং তাদের জীবনমানের উন্নতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

প্রকল্পের আওতায় পাঁচ বছরে পরিশোধযোগ্য ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত নমনীয় ঋণ প্রদানের পাশাপাশি গৃহ নির্মাণের সময় এবং নির্মাণ-পরবর্তী কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হয়। এ পর্যন্ত এলআইসিএইচএসপি-এর আওতায় ১১ হাজারেরও বেশি নতুন বাড়ি নির্মাণ, পুরোনো বাড়ি সম্প্রসারণ, মেরামত করার মাধ্যমে পরিবারসমূহের আবাসন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে।

'অত্যন্ত সন্তোষজনক' শ্রেণিতে মূল্যায়িত এলআইসিএইচএস প্রকল্প

বিশ্বব্যাংক সম্প্রতি এ প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি এবং গুণগতমানকে 'Highly Satisfactory' (অত্যন্ত সন্তোষজনক) হিসেবে মূল্যায়ন করেছে, যা বিশ্বব্যাংক কর্তৃক যে কোনো প্রকল্পে প্রদত্ত সর্বোচ্চ রেটিং।

এ সংক্রান্ত প্রতিবেদনে বিশ্বব্যাংক বলে, "পিকেএসএফ ফলাফলের কাঠামোর সমস্ত সূচকের বিপরীতে লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করেছে। পূর্ববর্তী মিশনের পর থেকে, PKSF শুধুমাত্র ১৩টি প্রকল্প অনুমোদিত শহরে আবাসন ঋণ বিতরণের গতি বজায় রাখেনি, তদুপরি প্রকল্প শেষ হওয়ার তারিখের কয়েক মাস আগেই ১৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আশ্রয়ণ ক্রেডিট লাইনের সম্পূর্ণ ব্যবহার সফলভাবে সম্পন্ন করেছে।"

পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধিতে পিকেএসএফ ও বিশ্বব্যাংকের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দের বৈঠক

বিশ্বব্যাংকের বাংলাদেশ ও ভুটানের কান্ট্রি ডিরেক্টর মার্সি মিয়াং টেম্বন, বিশ্বব্যাংক গ্রুপের সহযোগী প্রতিষ্ঠান বহুপাক্ষিক বিনিয়োগ গ্যারান্টি এজেন্সির (এমআইজিএ) ভাইস প্রেসিডেন্ট জুনায়েদ কামাল আহমেদ এবং বিশ্বব্যাংকের অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তা পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি-এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পিকেএসএফ ও বিশ্বব্যাংকের মধ্যে সহযোগিতার ক্ষেত্রসমূহ নিয়ে তারা আলোচনা করেন।

১৮ মে ২০২২ তারিখে পিকেএসএফ-এ আসেন মার্সি মিয়াং টেম্বন। ড. হালদারের সাথে তার বৈঠকে আরো উপস্থিত ছিলেন বিশ্বব্যাংকের সিনিয়র সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট স্পেশালিস্ট সাবাহ মঈন, প্র্যাকটিস ম্যানেজার রবিন মারন্স ও কনসালটেন্ট ইঞ্জিনিয়ার মোঃ রফিকুল ইসলাম এবং পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. ফজলে রাব্বি ছাদেক আহমাদ।

সভায় পিকেএসএফ-এর কর্মকর্তাবৃন্দ লো-ইনকাম কমিউনিটি হাউজিং সাপোর্ট প্রজেক্ট (এলআইসিএইচএসপি)-এর আওতায় পরিচালিত আবাসন ঋণের অভিজ্ঞতা নিয়ে আলোচনা করেন।

টেম্বন বলেন, এলআইসিএইচএসপি টেকসই দারিদ্র্য বিমোচন নিশ্চিত করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প, যা বিশ্বব্যাংকের উদ্দেশ্যের সাথেও সঙ্গতিপূর্ণ। উন্নত আবাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে পরবর্তী প্রজন্মকে তাদের পিতামাতার চেয়ে আরও বেশি উন্নত, উৎপাদনশীল এবং দায়িত্বশীল করে তুলবে। শুধু বাংলাদেশে নয়, বিশ্বের অন্যত্রও এ ধরনের প্রকল্প সম্প্রসারণ করা উচিত বলে তিনি মন্তব্য করেন। প্রকল্পের সম্প্রসারণে তহবিল বরাদ্দের বিষয়েও আগ্রহ প্রকাশ করেন তিনি।

এমআইজিএ-র ভাইস প্রেসিডেন্ট জুনায়েদ কামাল আহমেদ ১৯ মে ২০২২ তারিখে পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ-এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন এবং উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক একিউএম গোলাম মাওলা।

প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ জুনায়েদ কামাল আহমেদ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রাখতে সরকারের সাফল্যের কথা তুলে ধরেন। তিনি পিকেএসএফ-এর সর্বোত্তম চর্চা ও শিখনসমূহ আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে প্রচার করার পরামর্শ প্রদান করেন। এছাড়াও, ১৯৯৬ সাল থেকে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে বেশ কয়েকটি প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়ন করায় তিনি পিকেএসএফ-কে অভিনন্দন জানান। পিকেএসএফ-এর ভবিষ্যৎ কার্যক্রম সম্পর্কে জানার আগ্রহ প্রকাশ এবং পিকেএসএফ পরিদর্শনের জন্য কামাল আহমেদকে পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ধন্যবাদ জানান। তিনি উল্লেখ করেন, কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পিকেএসএফ প্রতিষ্ঠা লাভের পর থেকে বাংলাদেশ সরকার নিরবচ্ছিন্নভাবে পিকেএসএফ-কে সহায়তা প্রদান করে আসছে।

৯ মে ২০২২ তারিখে পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি বিশ্বব্যাংকের অপর একটি প্রতিনিধি দলের সাথে তার কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন। সভায় তারা সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি)-এর বর্তমান অগ্রগতি এবং ভবিষ্যত সম্ভাবনা নিয়ে কথা বলেন। এ সময় পিকেএসএফ-এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের এবং উপ-মহাব্যবস্থাপক ও প্রকল্প সমন্বয়কারী (এসইপি) জহির উদ্দিন আহমেদ; বিশ্বব্যাংক-এর প্র্যাকটিস ম্যানেজার ক্রিস্তোফ ক্রেপিন ও টাস্ক টিম লিডার উন জু এলিসন; এবং পিকেএসএফ ও বিশ্বব্যাংকের অন্যান্য কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে ক্রিস্তোফ ক্রেপিনের নেতৃত্বে বিশ্বব্যাংকের প্রতিনিধি দলটি সহযোগী সংস্থা 'তরঙ্গ' কর্তৃক পরিচালিত এসইপি-এর মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এ সময় তারা তাঁত উপখাতের আওতায় কর্মরত কয়েকজন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তার সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

১,৮০০ কেয়ারগিভার তৈরিতে চুক্তি স্বাক্ষর

দেশীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে কেয়ারগিভারের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় পিকেএসএফ দেশের ১,৮০০ বেকার যুবককে ছয় মাসব্যাপী কেয়ারগিভার প্রশিক্ষণ প্রদান করবে। এ লক্ষ্যে ২৭ এপ্রিল ২০২২ তারিখে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান Sir William Beveridge Foundation (SWBF) ও CIB Foundation-এর সাথে ২টি পৃথক চুক্তি করে পিকেএসএফ।

ড. মোঃ জসীম উদ্দিন, অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ; মেজর জেনারেল (অব.) জীবন কানাই দাস কান্ট্রি ডিরেক্টর, SWBF এবং ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) প্রফেসর ড. মোঃ বাসিদুল ইসলাম, চেয়ারম্যান, CIB Foundation নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এ সময় পিকেএসএফ-এর সিনিয়র মহাব্যবস্থাপক ও SEIP প্রকল্পের চিফ কো-অর্ডিনেটর মোঃ জিয়াউদ্দিন ইকবাল, এবং SEIP প্রকল্প ও প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এ চুক্তির আওতায় প্রতিষ্ঠান দু'টি ১২টি ব্যাচে ২৪০ যুবককে কেয়ারগিভিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করবে।

এ বছর শুদ্ধাচার পুরস্কার পেলেন তিনজন

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা অনুযায়ী ১৯ মে ২০২২ তারিখে পিকেএসএফ-এর তিনজন কর্মকর্তা-কর্মচারিকে ২০২১-২০২২ অর্থবছরের শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়। এ বছরের পুরস্কারপ্রাপ্তরা হলেন: মোঃ আশরাফুল হক, উপ-মহাব্যবস্থাপক; মোঃ আশরাফ হোসেন, ব্যবস্থাপক; এবং মোঃ রাকিবুল হাসান, অফিস কর্মী গ্রেড-২। পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি এ পুরস্কার হস্তান্তর করেন।

পুরস্কারপ্রাপ্ত মোঃ আশরাফুল হক ১৯৯৯ সালে পিকেএসএফ-এ যোগদান করেন। তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এমএসসি ডিগ্রি লাভ করেন। বর্তমানে তিনি পিকেএসএফ-এর ঋণ কার্যক্রমে প্যানেল লিডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

মোঃ আশরাফ হোসেন ২০০৯ সালে পিকেএসএফ-এ যোগদানের আগে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বনবিদ্যা বিষয়ে এমএসসি এবং জাপানের টোকিও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাসটেইনেবিলিটি সায়েন্সে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। বর্তমানে তিনি পিকেএসএফ-এর জনবল শাখায় কাজ করেন।

মোঃ রাকিবুল হাসান ২০১৯ সালে পিকেএসএফ-এ যোগদান করেন। ঢাকা কলেজ থেকে বাংলায় স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করা রাকিবুল পিকেএসএফ-এ অফিস স্টাফ গ্রেড-২ হিসেবে কর্মরত।

ঝুঁকি প্রশমণে বিশেষ প্রশিক্ষণ

জাপান ইন্টারন্যাশনাল কোঅপারেশন এজেন্সি (জাইকা)-এর কারিগরি সহায়তায় বাস্তবায়নাধীন The Project for Developing Inclusive Risk Mitigation Program for Sustainable Poverty Reduction (IRMP) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় 'Disaster Risk, Risk Reduction and Cyclone Guard Services' শীর্ষক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ ০৮ জুন ২০২২ তারিখে পিকেএসএফ ভবনে অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় কর্মরত সাতটি সহযোগী সংস্থার মোট ২৮ জন উচ্চ ও মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তা উক্ত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

সমৃদ্ধি'র আওতায় ১ লক্ষ মানুষকে চিকিৎসা সেবা, ২৯১ জনের বিনামূল্যে ছানি অপারেশন

বর্তমানে দেশের ৬২টি জেলার ১৬২টি উপজেলার ১৯৮টি ইউনিয়নে পিকেএসএফ-এর মানবকেন্দ্রিক উন্নয়ন কর্মসূচি 'সমৃদ্ধি' বাস্তবায়িত হচ্ছে।

স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি: এপ্রিল-জুন ২০২২ প্রান্তিকে স্ট্যাটিক ক্লিনিক, স্যাটেলাইট ক্লিনিক ও স্বাস্থ্য ক্যাম্পের মাধ্যমে মোট ৯৮,৭১২ জনকে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। এছাড়া, চারটি বিশেষ চক্ষু ক্যাম্পে ২৯১ জনের বিনামূল্যে ছানি অপারেশন করা হয়।

শিক্ষা সহায়তা: সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় দেশব্যাপী ১৯৮টি ইউনিয়নে পরিচালিত ৬,১৬৭টি শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষকবৃন্দের মানোন্নয়নে সরকারি মাস্টার ট্রেইনার কর্তৃক বিষয়ভিত্তিক (বাংলা, ইংরেজি ও গণিত) প্রশিক্ষণ প্রদান শুরু হয়েছে। উল্লেখ্য, এ সকল শিক্ষাকেন্দ্রে প্রায় ১.৬০ লক্ষ শিক্ষার্থীকে পাঠদানে সহায়তা করা হচ্ছে।

উন্নয়নে যুব সমাজ: সমৃদ্ধি কর্মসূচির উন্নয়নে যুব সমাজ কার্যক্রমের আওতায় প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান AIMS BANGLADESH-এর সহযোগিতায় যুব সমাজের 'আত্ম-উপলব্ধি, নেতৃত্ব বিকাশ ও করণীয় নির্ধারণ' বিষয়ক একটি ভিডিও-ভিত্তিক প্রশিক্ষণ মডিউল নির্মিত হচ্ছে।

বিশেষ সঞ্চয়: এই কার্যক্রমের আওতায় চলতি বছরের এপ্রিল-জুন সময়ে ৩১৯ জন সদস্য মোট ৬৭.১৩ লক্ষ টাকা তাদের ব্যাংক হিসাবে জমা করেন। পিকেএসএফ থেকে এসময়ে ১০০ জনকে সফলভাবে মেয়াদপূর্ণ করায় ম্যাচিং অনুদান হিসেবে প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা দেয়া হয়।

আর্থিক সহায়তা: সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় আয়বৃদ্ধিমূলক ঋণ, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ঋণ ও সম্পদ সৃষ্টি ঋণ - এ তিন ধরনের ঋণ সেবা দেওয়া হয়। এপ্রিল-জুন ২০২২ প্রান্তিকে মাঠ পর্যায়ে সদস্যদের মধ্যে মোট ৮০.৩৬ কোটি টাকা ঋণ হিসেবে বিতরণ করা হয়।

প্রবীণ উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় চায়ের দোকান পেলেন ২০১ প্রবীণ

প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জন্য একটি মর্যাদাপূর্ণ জীবন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০১৬ সালে শুরু হওয়া পিকেএসএফ-এর 'প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি' বর্তমানে ১০১টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে ২১২টি ইউনিয়নে চলমান রয়েছে। সরকারের বয়স্কভাতা কার্যক্রমের আওতা-বহির্ভূত প্রবীণ ব্যক্তিদের এই কর্মসূচির আওতায় মাসিক ভাতা (পরিপোষক ভাতা) প্রদান, স্বাস্থ্যসেবা, জীবন সহায়ক উপকরণসহ নানাবিধ সেবা ও পরিষেবা প্রদান করা হচ্ছে।

এ কর্মসূচির আওতায় এপ্রিল-জুন, ২০২২ প্রান্তিকে ২৩৫ জন সদস্যের মাঝে আয়বর্ধনমূলক ঋণ হিসেবে প্রায় ০.৯৭ কোটি টাকা এবং পরিপোষক ভাতা হিসেবে ৮,৭২৯ জন প্রবীণ সদস্যকে ৪৩.৬৪ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়। এছাড়া, এই কর্মসূচির আওতায় দেশব্যাপী ২০১টি ইউনিয়নের ২০১ জন প্রবীণ সদস্যকে একটি করে চায়ের দোকান (প্রবীণ সোনালি উদ্যোগ) নির্মাণ করে দেয়া হয়। এসব প্রবীণদের মাঝে ১২ জন নারী।

কালার ব্রয়লার মুরগি: স্বাদে, গুণে পুরোটাই দেসি

বাংলাদেশের দ্রুত বর্ধনশীল শিল্পসমূহের মধ্যে পোল্ট্রি অন্যতম। সম্প্রতি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বাকৃবি) জলবায়ু অভিঘাত-সহিষ্ণু কালার ব্রয়লার মুরগির জাত উদ্ভাবন করেছে। অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্রয়লারের তুলনায় এই মুরগির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি, এটি অধিক তাপসহনশীল এবং এর মাংসের স্বাদ অনেকটা দেশি মুরগির মতোই। দারিদ্র্য বিমোচন, খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কালার ব্রয়লার মুরগি পালন একটি সম্ভাবনাময় ও লাভজনক খাত।

পিকেএসএফ-এর সমন্বিত কৃষি ইউনিটভুক্ত প্রাণিসম্পদ খাতের আওতায় বাকৃবি-এর সহযোগিতায় সদস্য পর্যায়ে কালার মুরগি পালন করা হচ্ছে। অত্যন্ত কম মৃত্যুহার, সহজ পালন পদ্ধতি, বাজারজাতকরণের সুবিধা ও অধিক লাভজনক হওয়ায় খামারি পর্যায়ে এ মুরগি ইতোমধ্যেই ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। সঠিক জীবনিরাপত্তা, আবাসন ও খাদ্য ব্যবস্থাপনা অনুসরণ করে ২০০টি কালার ব্রয়লার জাতের মুরগি পালনে ৪৫-৫০ দিনের মধ্যেই প্রায় ১৫ হাজার টাকা লাভ করা সম্ভব।

নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন ও বিপণনে RMTP-এর উদ্যোগ

ক্ষুদ্র উদ্যোগ খাতের বিকাশে পিকেএসএফ আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (ইফাদ)-এর অর্থায়নে 'Rural Micrenterprise Transformation Project (RMTP)' বাস্তবায়ন করছে। ক্ষুদ্র উদ্যোগের জন্য আর্থিক পরিষেবা সম্প্রসারণের পাশাপাশি নির্বাচিত উচ্চ মূল্যমানের কৃষি পণ্যের ভ্যালু চেইনের সাথে সম্পৃক্ত ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক, উদ্যোক্তা, এবং অন্যান্য মার্কেট এক্টরদের আয়, খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি পরিস্থিতির উন্নয়নে এ প্রকল্প কাজ করছে। প্রকল্পের মাধ্যমে তুলনামূলক উৎপাদন সুবিধা, বাজার চাহিদা ও প্রবৃদ্ধি নির্ভর সম্ভাবনা রয়েছে এমন কৃষিপণ্যের বাজার সম্প্রসারণে ভ্যালু চেইন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়িত হচ্ছে।

RMTP-র আওতায় ৩৪টি উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে ৩,৭২,০০৮ জন উদ্যোক্তা ও ক্ষুদ্র উদ্যোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নানাবিধ কারিগরি, প্রযুক্তি ও বিপণন সহায়তা পাচ্ছেন। এছাড়া, এ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ৩০০ কোটি টাকা ক্ষুদ্র উদ্যোগ ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

'নিরাপদ মাংস ও দুগ্ধজাত পণ্যের বাজার উন্নয়ন' শীর্ষক ৮টি ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্পের আওতায় সরকারি ও বেসরকারি ব্যক্তি উদ্যোগ খাতের সাথে সমন্বয় করে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্যাকসিন পয়েন্ট স্থাপন, খামার যান্ত্রিকীকরণ, বাজারজাতকরণ, পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে।

উচ্চ মূল্যমানের ফল ও ফসল খাতে ১৯টি ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে উন্নত কৃষি প্রযুক্তি, কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ও বিপণনে সহায়তা করা হচ্ছে। এসকল কৃষি পণ্য উৎপাদনে উত্তম কৃষি-চর্চা অনুসরণ করা হচ্ছে। এজন্য প্রকল্প কর্মকর্তাদেরকে GGAP, HACCP বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, মৎস্য খাতে ৭টি ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

২১ মে-০৭ জুন ২০২২ তারিখে ইফাদের 'সহায়তা মিশন' RMTP প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করে এবং প্রকল্পের যথাযথ বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দেয়।

টেকসই দারিদ্র্য বিমোচনে পিকেএসএফ-এর কর্মসূচির ওপর পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন

বাংলাদেশের টেকসই দারিদ্র্য বিমোচনে পিকেএসএফ-পরিচালিত কর্মসূচির কার্যকারিতার ওপর গবেষণা করে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেছেন বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মুখ্য সচিব এবং পিকেএসএফ-এর সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ আব্দুল করিম।

৬৫ বছর বয়সী আব্দুল করিম বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ প্রফেশনালস (বিইউপি) থেকে এ ডিগ্রি অর্জন করেন। তাঁর পিএইচডি থিসিসের শিরোনাম ছিলো "Searching for Sustainable Poverty Alleviation Approach in Bangladesh: Examining the Palli Karma-Sahayak Foundation Programme" মঙ্গা-পীড়িত বৃহত্তর রংপুর এলাকায় পিকেএসএফ-এর দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির ভিত্তিতে তিনি এই গবেষণা পরিচালনা করেন।

এ গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্স বিভাগের সাবেক অধ্যাপক ড. এম.এ বাকি খলিলী। বহিরাগত পরীক্ষক ছিলেন যুক্তরাজ্যের শেফিল্ড ইউনিভার্সিটি ম্যানেজমেন্ট স্কুলের ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্টের বিভাগীয় প্রধান প্রফেসর সবুর মইলাহ। ২০০৮-২০১৩ সময়কালের বৃহত্তর রংপুরের ৩,৮৬৪ টি পরিবারের প্যানেল ডেটা এবং ২০১৭ সালে পুনরায় জরিপ করা ১০০টি পরিবারের নতুন ডেটা ব্যবহার করে গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে। গবেষণাটির গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল টেকসই দারিদ্র্য বিমোচনের মানদণ্ড এবং এর নির্ধারক চিহ্নিত করা।

গবেষণায় দেখা যায়, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, ভৌত অবকাঠামো পরিষেবা, বীমা সহায়তা এবং স্থানীয় সরকার পরিষেবার মতো আরও কয়েকটি উপাদানে অভিগম্যতা থাকলে টেকসইভাবে দারিদ্র্য বিমোচন করা যেতে পারে।

মোঃ আব্দুল করিম পিকেএসএফ-এর ৯ম ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে করে ২০১৩ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত দুই মেয়াদে দায়িত্ব পালন করেন।

দেশের অর্থনীতির ইতিহাসে চির স্মরণীয় হয়ে থাকবেন এ এম এ মুহিত

প্রয়াত অর্থমন্ত্রীর স্মরণসভায় অভিমত বক্তাদের

একটি ধর্মনিরপেক্ষ, প্রগতিশীল ও উদার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনে সাবেক অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিতের অবদান অনস্বীকার্য। বর্তমান বাংলাদেশে তার মতো বড় মনের মানুষ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।

তিনি রেকর্ড সংখ্যক ১২ বার জাতীয় বাজেট উপস্থাপন করেন। অর্থমন্ত্রী হিসেবে তাঁর মেয়াদকালে বাংলাদেশ বাজেটের আকারে বৃদ্ধি, স্থির প্রবৃদ্ধি এবং মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ প্রত্যক্ষ করে। বাংলাদেশে বিভিন্ন মেগা প্রকল্প গ্রহণের পেছনে তিনি ছিলেন অন্যতম চালিকাশক্তি। পিকেএসএফ-এর অগ্রযাত্রার অংশীদার সাবেক অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিতের মৃত্যুতে ৯ মে ২০২২ তারিখে পিকেএসএফ আয়োজিত এক স্মরণসভায় বক্তারা এসব কথা বলেন।

পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ-এর সভাপতিত্বে আয়োজিত এ সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুহিতের সহোদর আবু সালেহ আবদুল মুইজ। উপস্থিত ছিলেন প্রয়াত অর্থমন্ত্রীর বোন নাজিয়া খাতুন ও শিপা হাফিজ।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন পিকেএসএফ-এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের ও ড. মোঃ জসীম উদ্দিন। পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারিবৃন্দ এ সভায় অংশগ্রহণ করেন। সাবেক অর্থমন্ত্রী মুহিতের জীবন, কর্ম এবং পিকেএসএফ-এর অগ্রযাত্রায় তাঁর অবদান বিষয়ক একটি প্রামাণ্যচিত্র অনুষ্ঠানে প্রদর্শন করা হয়।

অর্থনীতির পাশাপাশি শিল্প, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও খেলাধুলার প্রতি মুহিতের গভীর আগ্রহ ছিল। তিনি অর্থনীতি, ইতিহাস ও অন্যান্য বিষয়ের ৩১টি বই লিখেছেন এবং ২৫টি দেশি-বিদেশি বই সংকলন করেছেন।

পৌনে দুই লাখ কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে RAISE প্রকল্প

'Recovery and Advancement of Informal Sector Employment (RAISE)' প্রকল্পের আওতায় পিকেএসএফ-এর ৬৯টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে দেশের শহর ও উপশহরাঞ্চলের ব্যবসাগুচ্ছভুক্ত ১.৭৫ লক্ষ তরুণ ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ব্যবসায় সামর্থ্য বৃদ্ধি ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং আর্থিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে। ২০-৩০ জুন ২০২২ তারিখে এ প্রকল্পের জন্য বিশ্বব্যাংকের Implementation Support Mission অনুষ্ঠিত হয়। ২৩ জুন বিশ্বব্যাংকের প্রতিনিধিবৃন্দ মাঠ পর্যায়ে ঋণ বিতরণের প্রস্তুতি পর্যবেক্ষণের জন্য সহযোগী সংস্থা 'বাস্তব'-এর কেরানীগঞ্জ উপজেলার আঁটি বাজার এবং খোলামোড়া শাখার ক্ষুদ্র উদ্যোগ কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এ সময় বিশ্বব্যাংকের সিনিয়র ইকোনমিস্ট ও RAISE প্রকল্পের টাস্ক টিম লিডার সৈয়দ আমের আহমেদ, সিনিয়র সোশ্যাল প্রোটেকশন ইকোনমিস্ট ও RAISE প্রকল্পের কো-টাস্ক টিম লিডার আনিকা রহমান এবং মো: আবুল কাশেম, মহাব্যবস্থাপক, পিকেএসএফ উপস্থিত ছিলেন।

ফুল চাষের পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনার ওপর পরামর্শ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

দেশে এবং বিদেশে ফুলের চাহিদা বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশে নিম্ন আয়ের মানুষের টেকসই উন্নয়নের জন্য একটি কার্যকর হাতিয়ার হিসেবে ফুল চাষ আবির্ভূত হচ্ছে। পিকেএসএফ জীবিকা ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যম হিসেবে ফুল চাষে সম্পৃক্ত মানুষের সহায়তা প্রদান করছে। এর ধারাবাহিকতায় 'ফুল চাষের পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন' বিষয়ক একটি পরামর্শ সভা ১১ মে ২০২২ তারিখে পিকেএসএফ ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি এবং সভাপতিত্ব করেন অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো: ফজলুল কাদের। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. ফজলে রাব্বি ছাদেক আহমাদ, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারি দপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধি ও মাঠপর্যায়ের ফুলচাষীরা। তারা ফুল চাষের পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ক খসড়া গাইডলাইনের ওপর মতামত প্রদান করেন।

তৃণমূলে টেকসই উন্নয়ন কার্যক্রম পরিদর্শনে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

যমুনা নদী দিয়ে মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন শিলদহ চরের বয়স খুব বেশিদিন হয়নি। স্থানীয়দের মতে, চরটি ১০-১২টি বন্যা পেরিয়ে অবশেষে আবাসযোগ্য গ্রামে পরিণত হয়েছে। তবে এখনও এই চরে যোগাযোগ অবকাঠামো নেই, স্বাস্থ্যসেবা প্রায় অনুপস্থিত এবং নেই কোনো যুৎসই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ঘোড়ায় টানা খানকয়েক গাড়িই এখানে যাতায়াতের একমাত্র মাধ্যম।

জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলার এই প্রত্যন্ত চরে বসবাসকারী মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে পরিচালিত বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শনে সম্প্রতি সেখানে যান পিকেএসএফের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি। ২৮-৩০ মে ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত এই পরিদর্শনে তার সাথে ছিলেন মহাব্যবস্থাপক ড. একেএম নুরুজ্জামান, উপ-মহাব্যবস্থাপক সেলিনা শরীফ, ব্যবস্থাপক সুহাস শংকর চৌধুরী এবং উপ-ব্যবস্থাপক মামুন উর রশিদ ও মোঃ মাহমুদুজ্জামান।

ড. হালদার ২৮ মে টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর উপজেলায় প্রাণিসম্পদ খামারিদের জন্য একটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিদর্শনের মাধ্যমে এই সফর শুরু করেন। তিনি সুইস এজেন্সি ফর ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড কোঅপারেশন-এর অর্থায়নে পরিচালিত Strengthening Resilience of Livestock Farmers through Risk Reducing Services Project-এর অধীনে বিভিন্ন পরিষেবাপ্রাপ্ত সদস্যদের সাথে কথা বলেন। পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা টিএমএসএস এই অঞ্চলে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের দায়িত্বে রয়েছে।

সেখান থেকে তিনি জামালপুর যান এবং পিকেএসএফ-এর আরেকটি সহযোগী সংস্থা ইকো সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) কর্তৃক পরিচালিত একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। তিনি বেকার যুবদের জন্য পরিচালিত কারিগরি প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

তার পরবর্তী গন্তব্য ছিল দেশের অন্যতম দারিদ্র্যপীড়িত এলাকা ইসলামপুর উপজেলা। এখানে তিনি কাঁসা শিল্পে নিয়োজিত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের একটি ক্লাস্টার পরিদর্শন করেন। PACE প্রকল্পের মাধ্যমে পিকেএসএফ এক সময়ের অভিজাত্যের অনুষঙ্গ কাঁসা শিল্পের সুদিন ফেরাতে কাজ করছে। ড. হালদার কাঁসা শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করতে আধুনিক যন্ত্রপাতি, প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, আর্থিক ও বাজার সংযোগ সহায়তাসহ সকল ধরনের সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস দেন।

ইসলামপুর থেকে তিনি শিলদহ চরের দিকে যাত্রা করেন। কয়েক ঘন্টা ধরে প্রথমে গাড়ি, তারপর নৌকা, এরপর ঘোড়ায় টানা গাড়ি এবং সবশেষে পায়ে হেঁটে গন্তব্যে পৌঁছায় তাঁর দল। এই গ্রামের ঘরগুলো সহজেই নজর কাড়ে। যমুনা নদীবক্ষে পলিমাটির এই চরের মাঝে বেশ খানিকটা উঁচু ভিটার ওপরে বেশ কয়েকটি করে বাড়ি। বন্যার পানি থেকে চরের মানুষকে সুরক্ষা দিতে পিকেএসএফ-পরিচালিত ইসিসিপি-ফ্লাড প্রকল্পের মাধ্যমে এ ভিটেগুলো উঁচু করা হয়। প্রবল উত্তাপ এবং বন্ধুর রাস্তা উপেক্ষা করে ড. হালদার শিলদহ চরের চারপাশ ঘুরে দেখেন। তিনি প্রকল্পের অংশগ্রহণকারীদের সাথে কথা বলেন এবং ইতোমধ্যে সেখানে প্রকল্পটি যে সকল কাজ সম্পন্ন করেছে তাতে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।

পরদিন কুড়িগ্রাম জেলার চর রাজীবপুর উপজেলার কোদালকাটি গ্রাম পরিদর্শন করেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর একটি সাম্প্রতিক সমীক্ষা অনুসারে চর রাজীবপুর দেশের সবচেয়ে দারিদ্র্যপীড়িত উপজেলা হিসেবে চিহ্নিত হয়। সেখানে প্রায় ৭৯ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। তবে কোদালকাটি চরের বাসিন্দারা যখন ড. হালদারকে স্বাগত জানায়, তাদের মুখে ছিল বিস্তৃত হাসি।

তারা খুশি যে বন্যায় এখন আর তাদের বাড়িঘর ডুবে যায় না। এর জন্য তারা ইসিসিপি-ফ্লাড-এর কার্যক্রমের অবদানের বিষয়টি উল্লেখ করেন। আদর্শপাড়া গ্রামের একদল নারীর সঙ্গে বৈঠকের পর তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের স্ফূরণ দেখে অভিভূত হন ড. হালদার। তাঁর ভাষায়, "দরিদ্র হলেও তাদের চোখগুলোতে সুন্দর আগামীর স্বপ্ন জ্বলজ্বল করছিল।"

তৃতীয় দিনে তিনি টাঙ্গাইলে পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা সোসাইটি ফর সোশ্যাল সার্ভিস (এসএসএস)-এর বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। সংস্থার কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠক শেষে তিনি সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য একটি স্কুল এবং 'সেফ হোম' পরিদর্শন করেন।

তিনি তৃণমূলে মানুষের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে ৩০ মে ২০২২ তারিখে আয়োজিত "উন্নয়ন সংলাপ : টাঙ্গাইল জেলা" শীর্ষক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশ নেন। টাঙ্গাইল জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত এ সংলাপে এসএসএস-সহ স্থানীয় বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ অংশ নেন।

এর আগে, ২৮ মে ২০২২ তারিখে জামালপুর সার্কিট হাউজে "উন্নয়ন সংলাপ : জামালপুর জেলা" শীর্ষক আরেক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক। জেলা প্রশাসক মুর্শেদা জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সংলাপে বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক/প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

১২ জুন ২০২২ ড. হালদার নোয়াখালী জেলার লক্ষ্মীপুরে সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি)-এর মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এসময় তিনি সহযোগী সংস্থা সোপিরেট কর্তৃক বাস্তবায়িত নারিকেল তেল উৎপাদনে নিয়োজিত একটি ক্ষুদ্র উদ্যোগ ঘুরে দেখেন। পরিদর্শনকালে ড. তাপস কুমার বিশ্বাস, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ এবং অধ্যাপক মোসলেহউদ্দিন, নির্বাহী পরিচালক, সোপিরেটসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। উদ্যোগটিতে বিদ্যমান নারী-বান্ধব ও শোভন কর্মপরিবেশের ভূয়সী প্রসংশা করেন ড. হালদার। এসময় তিনি পণ্যের সনদায়ন ও রপ্তানিমুখী বাজার সংযোগের ক্ষেত্রে আরও গুরুত্ব দেয়ার পরামর্শ প্রদান করেন।

১৩ জুন ২০২২ তারিখে পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক লক্ষ্মীপুর জেলায় সহযোগী সংস্থা 'কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (কোডেক)' কর্তৃক 'সমন্বিত কৃষি ইউনিট'-এর আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শন করেন। কোডেক-এর চরবংশী শাখায় 'সমন্বিত কৃষি ইউনিট'-এর আওতায় সদস্য পর্যায়ে বাস্তবায়িত উচ্চমূল্যের ফল উৎপাদনে উদ্যোক্তা সৃষ্টি, বিশেষ গুণসম্পন্ন ও উচ্চ ফলনশীল নতুন ফসল জাত প্রচলন এবং কার্প জাতীয় মাছ মোটাতাজাকরণ বিষয়ক প্রদর্শনী ঘুরে দেখেন তিনি। পরিদর্শনকালে ব্যবস্থাপনা পরিচালক সদস্যদের সাথে এসকল প্রযুক্তির উল্লেখযোগ্য বিভিন্ন আর্থিক ও কারিগরি দিক নিয়ে আলোচনা করেন। এ ধরনের প্রযুক্তি বাস্তবায়নের ফলে সদস্যদের আয়বৃদ্ধি হচ্ছে এবং সদস্যদের মধ্যে উদ্যোক্তা গড়ে উঠছে বলে আলোচনায় প্রতীয়মান হয়।

পিকেএসএফ-এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের ১৯-২৩ জুন ২০২২ তারিখে চট্টগ্রামে PACE প্রকল্পের আওতায় সহযোগী সংস্থা ইপসা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ইকোট্যুরিজম ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্প এবং সহযোগী সংস্থা কোস্ট ফাউণ্ডেশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন কাঁকড়া চাষ প্রযুক্তি ছানান্তর উপ-প্রকল্প পরিদর্শন করেন। এছাড়াও, তিনি বান্দরবন জেলার লামা উপজেলার সরই ইউনিয়নে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করেন।

ড. মোঃ জসীম উদ্দিন, অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ, ২১-২৩ জুন ২০২২ তারিখে টাঙ্গাইল জেলার মির্জাপুর উপজেলা ও গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া উপজেলায় সহযোগী সংস্থা বাসা কর্তৃক বাস্তবায়িত পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিট

Extended Community Climate Change-Flood (ECCCP-Flood) প্রকল্পের অধীনে মে ২০২২ পর্যন্ত ১২,৯৫০ জন অংশগ্রহণকারীর আর্থ-সামাজিক প্রোফাইল তৈরি করা হয়েছে, ৫,০৬৫টি বসতভিটা উঁচু করা হয়েছে, ১৮১টি অগভীর নলকূপ স্থাপিত হয়েছে, ১,১১৬টি জলবায়ু-সহিষ্ণু স্যানিটারি ল্যাট্রিন স্থাপিত হয়েছে, ৪৪৭২টি ছাগলের মাঁচা তৈরি করা হয়েছে এবং ৯,০০০ কৃষকের মাঝে জলবায়ু-সহিষ্ণু ফসল উৎপাদনের প্রদর্শনী করা হয়েছে। গত ২৪-২৬ মে ২০২২ ঢাকায় প্রকল্পের সহযোগী সংস্থার কর্মকর্তাদের ৩দিন ব্যাপী একটি আবাসিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। এর উদ্বোধন করেন মোঃ ফজলুল কাদের, অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ। পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি প্রশিক্ষণের সমাপনী অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেন।

Readiness Support Program: Green Climate Fund (GCF)-এর কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সক্রিয় অংশগ্রহণের লক্ষ্যে কর্মকর্তাদের সচেতনতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পিকেএসএফ বিভাগীয় শহরগুলোতে অবহিতকরণ কর্মশালার আয়োজন করে। মে ২০২২ পর্যন্ত কিশোরগঞ্জ, খুলনা, রংপুর (ঠাকুরগাঁও) এবং চট্টগ্রাম বিভাগে "জলবায়ু পরিবর্তন, গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড ও পিকেএসএফ-এর পরিবেশ বিষয়ক কার্যক্রম" শীর্ষক অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভাগুলোতে বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসকসহ সরকারি-বেসরকারি সংস্থার প্রায় ১,০০০ প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

পিকেএসএফ এবং আরএমআইটি ইউনিভার্সিটি, অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে গবেষণা পরিচালনার জন্য সহযোগিতার বিষয়ে একটি ভার্চুয়াল সভা ২৬ এপ্রিল ২০২২ অনুষ্ঠিত হয়। ড. নমিতা হালদার এনডিসি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ এতে সভাপতিত্ব করেন। আরএমআইটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে পিকেএসএফ গবেষণা কার্যক্রমের সহযোগিতার ক্ষেত্র চিহ্নিত করার লক্ষ্যে এ সভার আয়োজন করা হয়।

আরএমআইটি ইউনিভার্সিটির সিনিয়র লেকচারার ড. শাহাদাত খান "Green Climate Enabled Housing Using Inter-Familial International Remittances in Rural Bangladesh" শীর্ষক গবেষণার ওপর একটি উপস্থাপনা প্রদান করেন। গবেষণাটি আরএমআইটি বিশ্ববিদ্যালয়, মোনাশ বিশ্ববিদ্যালয়, সেন্ট্রাল কুইন্সল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যৌথভাবে পরিচালনা করে। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. ফজলে রাব্বি ছাদেক আহমদ এবং মহাব্যবস্থাপক ড. একেএম নুরুজ্জামান।

আবাসন ঋণ: আরো ৯৮৮ পরিবার পেল মানসম্মত বাড়ি

পিকেএসএফ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসরত সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায় নিজস্ব তহবিল হতে লক্ষ্যিত জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে উন্নত আবাসন নিশ্চিতে 'আবাসন ঋণ' কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। জানুয়ারি ২০১৯ হতে কর্মসূচির আওতায় ১৭টি সহযোগী সংস্থার অনুকূলে মোট ১১৪ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে এবং সংস্থাগুলো ৫,৬৭৩ জন সদস্যকে নতুন বাড়ি নির্মাণ এবং পুরাতন বাড়ি সংস্কার ও সম্প্রসারণের জন্য সর্বমোট ১৩০.৫২ কোটি টাকা বিতরণ করেছে। এর মধ্যে, এপ্রিল-মে ২০২২ মেয়াদে ৯৮৮ জন সদস্যকে মোট ২৩৮.৮ মিলিয়ন টাকা গৃহ নির্মাণ বাবদ ঋণ বিতরণ করা হয়।

SEIP প্রকল্প: ৪০০ প্রতিবন্ধী, ৬০০ এতিম তরুণকে কর্মমুখী প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্যোগ

বেকার ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীভুক্ত তরুণদের বাজার চাহিদা তাড়িত (Market Driven) কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে টেকসই কর্মে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে পিকেএসএফ, বাংলাদেশ সরকার ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের যৌথ অর্থায়নে মে ২০১৫ সাল থেকে Skills for Employment Investment Program (SEIP) শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে ২৬,০৯১ জন তরুণ প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছে, যাদের মধ্যে ৪,৫৮৭ জন নারী। প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ শেষে ৭০% তরুণের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে।

প্রকল্পের ৩য় ধাপের আওতায় ২০২২ সাল থেকে নিয়মিত কারিগরি প্রশিক্ষণের পাশাপাশি ৩টি বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে ৪০০ জন প্রতিবন্ধী ও ৬০০ জন এতিম তরুণকে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ৬ মাস মেয়াদি Caregiving ট্রেডে ১,৮০০ জন তরুণকে প্রশিক্ষণ প্রদান ও কর্মসংস্থান নিশ্চিতে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বিশেষায়িত কর্মসূচির আওতায় ইতোমধ্যে ৩৮ জন প্রতিবন্ধী ও ৫০ জন এতিম ব্যক্তি প্রশিক্ষণের জন্য নিবন্ধিত হয়েছেন।

প্রকল্পের নিয়মিত মনিটরিংয়ের অংশ হিসেবে ২২-২৪ মে ২০২২ তারিখে প্রকল্পের চিফ কোঅর্ডিনেটর ও পিকেএসএফ-এর সিনিয়র মহাব্যবস্থাপক মোঃ জিয়াউদ্দিন ইকবাল শরীয়তপুরে সহযোগী প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান এসডিএস (শরীয়তপুর ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি) ও নড়িয়া উন্নয়ন সমিতি (নুসা) কর্তৃক পরিচালিত প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তিনি প্রশিক্ষণার্থীদের যোগাযোগ দক্ষতা বৃদ্ধিতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের পরামর্শ দেন।

BD Rural WASH for HCD প্রকল্পের বার্ষিক সমন্বয় সভা ও কর্মশালা অনুষ্ঠিত

পিকেএসএফ-পরিচালিত Bangladesh Rural Water, Sanitation and Hygiene for Human Capital Development প্রকল্পের প্রথম বার্ষিক সমন্বয় সভা ২৬ মে ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। পিকেএসএফ-এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন এ সভায় সভাপতিত্ব করেন। প্রকল্পের সমন্বয়কারী এবং পিকেএসএফ-এর মহাব্যবস্থাপক মোঃ আবদুল মতিন প্রকল্পের কর্মপরিকল্পনা, বাস্তবায়ন কৌশল ও অগ্রগতি সম্পর্কে একটি উপস্থাপনা প্রদান করেন। সভায় বক্তব্য রাখেন বিশ্বব্যাংকের টাস্ক টিম লিডার রোকেয়া আহমেদ এবং জনস্বাস্থ্য ও প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রকল্প পরিচালক মোঃ তবিবুর রহমান তালুকদার।

সভার দ্বিতীয় অধিবেশনে সামাজিক ও পরিবেশগত সুরক্ষা, প্রযুক্তিগত দিক, পর্যবেক্ষণ ও যাচাইকরণ প্রক্রিয়ার ওপর উপস্থাপনা প্রদান করা হয়। ৫৭টি প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সহযোগী সংস্থার নির্বাহী পরিচালক এবং ফোকাল পার্সনরা এ অনুষ্ঠানে অংশ নেন এবং উন্মুক্ত আলোচনা পর্বে মতামত প্রদান করেন।

প্রকল্পের আওতায় এসডিজি-৬ এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন কৌশল বিষয়ে পিকেএসএফ কর্মকর্তাবৃন্দের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ২৩-২৫ জুন ২০২২, এসকেএস ইন, গাইবান্ধায় প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণ ও কর্মশালায় এসডিজি-৬, প্রকল্প ও এর বাস্তবায়ন কৌশল সম্পর্কিত দুইটি বিশদ উপস্থাপনা, একটি গ্রুপ ওয়ার্ক এবং প্রকল্পের আওতাভুক্ত এলাকায় বাস্তবায়নাধীন ও সম্পন্ন কার্যাবলীর ওপর ৮টি দলীয় মাঠ পর্যায়ের পরিদর্শন সম্পন্ন হয়।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ সরকার, বিশ্বব্যাংক এবং এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক-এর আর্থিক সহায়তায় BD Rural Wash for HCD শীর্ষক এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে পিকেএসএফ।

PACE প্রকল্প

বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯ সংক্রমণজনিত কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র উদ্যোগ খাতের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে ইফাদ অর্থায়িত PACE প্রকল্পটি বর্ধিত মেয়াদে (২০২১-২০২৩) বাস্তবায়িত হচ্ছে। ক্ষুদ্র উদ্যোগে অর্থায়ন, উপখাত ভিত্তিক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন ছাড়াও এ প্রকল্পের আওতায় স্বাস্থ্যসম্মত গ্রামীণ বাজার উন্নয়ন, ক্ষুদ্র উদ্যোগে শোভন কর্ম-পরিবেশ সৃষ্টি ও ক্ষুদ্র উদ্যোগ খাতে ই-কমার্স সেবা সম্প্রসারণে কাজ করা হচ্ছে। বর্তমানে এ প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন কৃষি ও অকৃষি উপখাতে ৪২টি ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ উপ-প্রকল্পগুলোর মাধ্যমে অতিরিক্ত ২২১,৩৮৪ জন উদ্যোক্তা এবং উদ্যোগ-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কারিগরি, প্রযুক্তি ও বিপণন সহায়তা পাচ্ছেন।

কর্মশালা

PACE প্রকল্পের আওতায় নবীন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের উদ্যোগ শুরুর জন্যে আর্থিক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে 'প্রারম্ভিক তহবিল ঋণ' এবং চলমান উদ্যোগ সম্প্রসারণে মূলধনী সম্পদ অর্জনে 'ইজারা অর্থায়ন' বিষয়ে ০৭ এপ্রিল ২০২২ তারিখে একটি ভার্চুয়াল কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচিত সহযোগী সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ এ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। সংস্থা পর্যায়ে ২১ এপ্রিল ধামরাই, ১৯ মে যশোর এবং ২৫ মে সিরাজগঞ্জে একই বিষয়ে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ইফাদ মিশন

১৫ মে-০৭ জুন ২০২২ তারিখ পর্যন্ত PACE প্রকল্পের জন্য ইফাদের Implementation Support Mission কারিগরি ও পরামর্শ সেবা প্রদান করে। মিশনটি চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলায় প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কর্মকাণ্ড পরিদর্শন করে। ৭ জুন ২০২২ তারিখে পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি-এর সভাপতিত্বে মিশনের সমাপনী সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ইফাদ কর্তৃক প্রকল্প কার্যক্রম পরিদর্শন

১৮-১৯ মে ২০২২ তারিখে ইফাদের প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দের সমন্বয়ে গঠিত ৪ সদস্যের একটি উচ্চ পর্যায়ের দল পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাসমূহের যশোর ও চুয়াডাঙ্গা জেলায় PACE প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। Nigel Brett, Director, Operational Policy and Results Division (OPR)-এর নেতৃত্বাধীন এ টিমে ছিলেন ইফাদের এশীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের নবনিযুক্ত পরিচালক রিহানা রাজা। পিকেএসএফ-এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের এবং সিনিয়র মহাব্যবস্থাপক ড. আকন্দ মোঃ রফিকুল ইসলাম এ পরিদর্শনে অংশ নেন।

PPEPP প্রকল্প

পিকেএসএফ যুক্তরাজ্য সরকারের ফরেন, কমনওয়েলথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফিস (এফসিডিও) এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন (ইইউ)-এর যৌথ অর্থায়নে বাংলাদেশের জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ তিনটি ভৌগোলিক অঞ্চলের নির্বাচিত ইউনিয়নসমূহে লক্ষিত অতিদরিদ্র খানার অতিদারিদ্র্য বিমোচনে Pathways to Prosperity for Extremely Poor People (PPEPP) প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে।

এ প্রকল্পের আওতায় প্রদত্ত সেবার কার্যকারিতা যাচাই এবং সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে প্রকল্পের প্রথম রেজাল্টস বেইজ মনিটরিং (আরবিএম) সম্পন্ন হয়েছে। এতে দেখা যাচ্ছে, সদস্য খানাগুলোতে বর্তমানে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অনেকাংশেই নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। খানাগুলোর মাসিক আয়-ব্যয় গড়ে ৫০০-৭০০ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে সদস্যদের গড় বিক্রয়যোগ্য সম্পদের পরিমাণ ২১,৭৫০ টাকা, যা ২০১৯-২০২০ সালে প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তির সময়ের চেয়ে গড়ে ৮,০০০ টাকা বেশি।

জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে প্রাক-দুর্যোগ পরিস্থিতিতে আগাম সতর্ক ব্যবস্থার মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি এবং দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ-পরবর্তী প্রেক্ষাপটে ত্রাণ ও পুনর্বাসন উদ্যোগে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে জলবায়ু সহনশীলতা তৈরিতে কাজ করছে প্রসপারিটি প্রকল্প। এ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে, কর্মএলাকায় অতিদরিদ্র সদস্য ও স্থানীয় মানুষদের মাঝে জলবায়ু-সচেতনতামূলক বার্তা ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। এ লক্ষ্যে সড়কের পাশে বা বাজার প্রাঙ্গনে বিলবোর্ড বা বিভিন্ন প্লাটফর্ম ব্যবহার করা হচ্ছে।

কৈশোর কর্মসূচি

কৈশোর কর্মসূচির আওতায় মে ২০২২ পর্যন্ত মোট ২,৩০৩টি ক্লাব গঠন করা হয়েছে। ক্লাবগুলোর সদস্য সংখ্যা ৭৪,১৭৯ জন। কর্মসূচির আওতায় ৪টি পরিসরে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে: (১) সচেতনতা বৃদ্ধি ও মূল্যবোধের অনুশীলন, (২) নেতৃত্ব ও জীবন-দক্ষতা উন্নয়ন, (৩) পুষ্টি ও স্বাস্থ্যসেবা এবং (৪) সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মকাণ্ড। মে মাসে ১,৭০০টি এবং এ পর্যন্ত মোট ৪৯,৫৮৫টি কর্মকাণ্ড বাস্তবায়িত হয়েছে।

ক্লাবসমূহে এ পর্যন্ত মোট ১,৫৫৫টি পাঠাগার স্থাপিত হয়েছে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ৪৯১টি পাঠচক্র অনুষ্ঠিত হয়েছে। মে ২০২২ পর্যন্ত ১,৮০০টি উঠান বৈঠক হয়েছে। ৩৯,৯২৪ জন ক্লাব সদস্য ও অভিভাবক এ সকল উঠান বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। এ সময়ে ৫,৪৮৪ জন কিশোরীকে স্যানিটারি ন্যাপকিন প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, কিশোর-কিশোরী ক্লাবের সদস্যরা ১৮টি বাল্যবিবাহ; ১২টি যৌতুক; ২৯টি যৌন হয়রানি এবং নারী, শিশু ও প্রবীণ নির্যাতনের ঘটনা স্থানীয় প্রশাসনকে অবহিত করার মাধ্যমে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে কার্যকরী উদ্যোগ নিয়েছে।

'তারুণ্যে বিনিয়োগ টেকসই উন্নয়ন' এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে জুলাই ২০১৯ হতে পিকেএসএফ-এর মূলস্রোতের আওতায় কৈশোর কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। উন্নত মূল্যবোধ এবং নৈতিকতা সম্পন্ন ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গড়ে তোলা এ কর্মসূচির মূল লক্ষ্য। ৫৫টি জেলার ২১৭টি উপজেলায় ৬৭টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে এ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

৩.৭৮ কোটি টাকার শিক্ষাবৃত্তি

কর্মসূচি সহায়ক তহবিলের আওতায় ২০২১-২২ অর্থবছরে ৩,১৫৬ জন শিক্ষার্থীকে শিক্ষাবৃত্তি প্রদানের জন্য চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয়েছে। বৃত্তির এ অর্থ সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে মাঠপর্যায়ে শিক্ষার্থীদের মাঝে বিতরণ করা হবে। ইতোমধ্যে, ১৩৫টি সংশ্লিষ্ট সহযোগী সংস্থার অনুকূলে বৃত্তির অর্থ প্রদানের জন্য প্রায় ৩.৭৮ কোটি টাকা ছাড় করা হয়েছে। এই তহবিলের আওতায় প্রতিবছর দেশব্যাপী পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাসমূহের বিভিন্ন কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত দরিদ্র সদস্যগণের মেধাবী সন্তানদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়। এছাড়াও, দরিদ্র মুক্তিযোদ্ধার শিক্ষারত সন্তানদেরকেও এই কার্যক্রমের আওতায় বৃত্তির জন্য নির্বাচন করা হয়। এসব শিক্ষার্থীদের শিক্ষালাভে আগ্রহী করে তোলা, শিক্ষার পথ সুগম করা এবং শিক্ষার মানোন্নয়ন ও প্রসারের জন্য এই বৃত্তি প্রদান করা হয়।

SEP প্রকল্প

সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি) পরিবেশগতভাবে টেকসই চর্চা রপ্তকরণসহ তাদের পণ্যের ব্র্যান্ডিং এবং গুণগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষি ও প্রক্রিয়াজাতকরণ খাতের ৫০ হাজারের অধিক ক্ষুদ্র-উদ্যোগের সাথে কাজ করছে। প্রকল্পের আওতায় মোট ৬৪টি উপ-প্রকল্পে অর্থায়নের লক্ষ্যে মে ২০২২ পর্যন্ত সহযোগী সংস্থাসমূহের মধ্যে মোট ৬৪৪ কোটি টাকার 'অগ্রসর' ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

প্রকল্পের কর্মীদের বিপণন বিষয়ে আরও দক্ষ করে তোলার জন্য ২৯-৩১ মে ২০২২ এবং ৫-৭ জুন ২০২২ দুটি ব্যাচে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে এসইপি-এর আওতায় ৬৪টি উপ-প্রকল্প থেকে একজন করে কর্মকর্তা ঢাকার পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র এবং ইকো-সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)-এর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অংশগ্রহণ করেন। জহির উদ্দিন আহম্মদ, প্রকল্প সমন্বয়কারী, এসইপি প্রথম ব্যাচের প্রশিক্ষণ উদ্বোধন করেন এবং প্রশিক্ষণ শেষে সনদপত্র তুলে দেন।

বিগত ৫ জুন ২০২২ তারিখে এসইপি-এর আওতায় দেশের ৩৭টি জেলায় স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করে পরিবেশ দিবস পালিত হয়েছে। পরিবেশ দিবসের এবছরের প্রতিপাদ্য - ওনলি ওয়ান আর্থ: লিভিং সাসটেইনেবলি ইন হারমোনি উইথ নেচার - সামনে রেখে এসইপি বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহ সচেতনতামূলক শোভাযাত্রা, সেমিনার, আলোচনা অনুষ্ঠান আয়োজন করে।

এসইপি-এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন ৪১টি উপ-প্রকল্পের ৮২ জন কর্মকর্তাকে 'নাজ থিওরি' এবং এর প্রয়োগ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বিগত ৭ এপ্রিল এবং ২২ মে ২০২২ তারিখে দুটি পর্বে অনলাইন মাধ্যমে এই প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

পিছিয়েপড়া জনগোষ্ঠীর স্কুলগামী শিক্ষার্থীদের সাইকেল উপহার

পিকেএসএফ-এর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও মানব সক্ষমতা বৃদ্ধি তহবিলের আওতায় ২৭ জুন ২০২২ তারিখে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসহ অনগ্রসর সুবিধাবঞ্চিত অতিদরিদ্র পরিবারগুলোর স্কুলগামী শিক্ষার্থীদের মাঝে ৭৫টি সাইকেল বিতরণ করা হয়। চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা প্রয়াস মানবিক উন্নয়ন সংস্থার সহযোগিতায় সাইকেল বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি যুক্ত ছিলেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি। পদ্মা সেতুর উদ্বোধন উপলক্ষ্যে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা প্রশাসন আয়োজিত তিন দিনের বর্ণিল অনুষ্ঠানের শেষ দিনে শিক্ষার্থীদের হাতে সাইকেল তুলে দেন জেলা প্রশাসক এ কে এম গালিভ খান।

প্রশিক্ষণ

সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ: এপ্রিল-জুন ২০২২ প্রান্তিকে অনলাইনভিত্তিক প্রশিক্ষণের আওতায় ০১টি কোর্সে এক ব্যাচে সহযোগী সংস্থাসমূহের মোট ২৪ জন কর্মকর্তা এবং শ্রেণিকক্ষভিত্তিক প্রশিক্ষণের আওতায় ০৭টি কোর্সে ০৮টি ব্যাচে মোট ১৬৯ জনসহ সর্বমোট ০৮টি কোর্সে ৯টি ব্যাচে সহযোগী সংস্থাসমূহের উচ্চ ও মধ্যম পর্যায়ের ১৯৩ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

বর্তমানে ইস্ট-ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ২জন শিক্ষার্থী এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত ন্যাশনাল কলেজ অব হোম ইকোনমিক্স-এর ১ জন শিক্ষার্থীর ইন্টার্নশিপ চলমান রয়েছে।

দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ: এপ্রিল-জুন ২০২২ মেয়াদে পিকেএসএফ-এর মূলকাঠামো ও প্রকল্পভুক্ত মোট ৩২৬ জন কর্মকর্তা বিশ্বব্যাংক, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন, এসপায়ার টু ইনোভেট (এটুআই) প্রোগ্রাম, বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তর, সেন্টার ফর রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (সিআরডি) ও প্রথম আলো, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) এবং বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড) আয়োজিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ/সেমিনার/কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

বিদেশে প্রশিক্ষণ: ড. একেএম নুরুজ্জামান, মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম) ২১-২৩ জুন ২০২২ তারিখ পর্যন্ত Adaptation Fund Board Secretariat এবং Fundecooperacion কর্তৃক কোস্টারিকায় যৌথভাবে আয়োজিত Enhanced Direct Access (EDA) শীর্ষক কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া, মোঃ মজনু সরকার, উপ-ব্যবস্থাপক (কার্যক্রম) International Fund for Agricultural Development (IFAD) এবং Danish International Development Agency (DANIDA)-এর আয়োজনে কোপেনহেগেন, ডেনমার্কে ১৬ মে ২০২২ থেকে ০৩ জুন ২০২২ তারিখ পর্যন্ত সময়ে অনুষ্ঠিত Food Safety in the Dairy Sector শীর্ষক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

পিকেএসএফ-এর কর্মকর্তাবৃন্দের জন্য ০৬ জুন ২০২২ 'জনসংযোগে উত্তম চর্চা' শীর্ষক একটি প্রশিক্ষণ আয়োজিত হয়। পিকেএসএফ ভবনে অনুষ্ঠিত এ প্রশিক্ষণে সেশন পরিচালনা করেন পিকেএসএফ চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি এবং অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো: জসীম উদ্দিন।

পিকেএসএফ-এর ঋণ কার্যক্রমের চিত্র

ঋণ বিতরণ (পিকেএসএফ-সহযোগী সংস্থা)

জুলাই ২০২১-মে ২০২২ পর্যন্ত পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে ৪,৫৭৮.২২ কোটি (টেবিল-২) টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণের পরিমাণ ৪৮,০২৪.০৬ কোটি (টেবিল-১) টাকা এবং সহযোগী সংস্থা হতে ঋণ আদায় হার শতকরা ৯৯.৪৭ ভাগ। নিচে মে ২০২২ পর্যন্ত পিকএসএফ-এর ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ এবং ঋণস্থিতির সংক্ষিপ্ত চিত্র উপস্থাপন করা হলো।

টেবিল-১ : ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ ও ঋণস্থিতির তথ্য (পিকেএসএফ-সহযোগী সংস্থা)

কর্মসূচি/প্রকল্প মূলস্রোত ক্ষুদ্রঋণ	ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ (কোটি টাকায়) (মে ২০২২ পর্যন্ত)	ঋণস্থিতি (কোটি টাকায়) (৩১ মে ২০২২ তারিখে)
জাগরণ	১৬৭১৮.১৫	২২৭২.৭০
অগ্রসর	৯০৭৬.১৯	১৯৯৪.৩৪
সুফলন	১১২২৩.১১	৫৫৪.৩০
বুনিয়াদ	৩১১৭.৬২	৩৮৯.৩৮
সাহস	১০১.৪২	১.০০
কেজিএফ	১৩১৩.৯৫	১০৭.৮০
সমৃদ্ধি	১১৮৩.৮৫	৩৮৫.০৯
এলআরএল	৮৫০.০০	৬৬৯.৬৩
লিফট	২২৯.৭২	৫৮.৪৮
এসডিএল	৬৮.৩৫	১৬.২৩
আবাসন	১১৪.০০	১০১.৬২
অন্যান্য (প্রাতিষ্ঠানিক ঋণসহ)	৩০৫.৯৬	৩৯.৩২
মোট (মূলস্রোত ক্ষুদ্রঋণ) প্রকল্পসমূহ	**৪৪৩০২.৩২**	**৬৫৮৯.৮৮**
ইফরাপ	১১২.২৫	১.৩৭
এফএসপি	২৫.৮৮	০.০০
এলআরপি	৮০.৩৮	০.০৬
এমএফএমএসএফপি	৩৬১.৯৬	৯.০৯
এমএফটিএসপি	২৬০.২৩	০.২৬
পিএলডিপি	৫৯.৩৯	০.০০
পিএলডিপি-২	৪১৩.০২	৮.৭৫
এলআইসিএইচএসপি	১৭০.৮০	১২৮.৩৬
অগ্রসর-এমডিপি	১২৮৩.৩৭	৮৩৭.৯৫
অগ্রসর-এসইপি	৬৪৪.০০	৩৭৫.২৪
অন্যান্য (প্রাতিষ্ঠানিক ঋণসহ)	৩১০.৪৭	২৩৯.৬১
মোট (প্রকল্পসমূহ)	**৩৭২১.৭৪**	**১৬০০.৬৮**
সর্বমোট	**৪৮০২৪.০৬**	**৮১৯০.৫৬**

টেবিল-২: ঋণ বিতরণ তথ্য (পিকেএসএফ-সহযোগী সংস্থা এবং সহযোগী সংস্থা-ঋণ গ্রহীতা)

ঋণ বিতরণ ২০২১-২০২২ অর্থবছর (কোটি টাকায়)

কার্যক্রম/প্রকল্পসমূহ	পিকেএসএফ-সহ. সংস্থা (জুলাই '২১-মে' ২২)	সহ. সংস্থা-ঋণ গ্রহীতা (জুলাই '২১-ডিসেম্বর' ২১)
জাগরণ	১১১৬.৩৫	১২৪১৯.৭৮
অগ্রসর	১০৭৭.৮৫	১১২২০.০১
বুনিয়াদ	২৭০.৪০	৪৬৪.৯০
সুফলন	৭৭৭.২৫	৩১২৫.০৩
কেজিএফ	১৪৭.৫০	১৮৩.০৬
লিফট	২০.৫০	৯৭.৮২
সমৃদ্ধি	১৫৭.৫৭	৩৬৬.৫২
এলআরএল	২৫৭.০০	৫৩৪.৯৪
অগ্রসর-এমডিপি	২৮৫.০০	৭১৪.৫৩
অগ্রসর-এসইপি	১২৯.৩০	২১০.৯৬
এলআইসিএইচএসপি	২১.৫৯	৪৬.৮৯
আবাসন	৭৩.০০	২৬.৯১
অন্যান্য	২৪৪.৯১	৪৩৪৬.৮৮
মোট	**৪৫৭৮.২২**	**৩৩৭৫৮.২২**

ঋণ বিতরণ (সহযোগী সংস্থা-ঋণ গ্রহীতা সদস্য)

২০২১-২০২২ অর্থবছরে (ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত) পিকেএসএফ থেকে প্রাপ্ত তহবিলের সহায়তায় সহযোগী সংস্থাসমূহ মাঠ পর্যায়ে সদস্যদের মধ্যে মোট ৩৩,৭৫৮.২২ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে। এ সময় পর্যন্ত সহযোগী সংস্থা হতে ঋণগ্রহীতা পর্যায়ে ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ ৪,৯৫,১৯৭.১২ কোটি টাকা এবং ঋণগ্রহীতা হতে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে ঋণ আদায় হার শতকরা ৯৯.০৫ ভাগ। ডিসেম্বর ২০২১-এ সহযোগী সংস্থা হতে ঋণগ্রহীতা সদস্য পর্যায়ে ঋণস্থিতির পরিমাণ ৪৪,৩০০.৬৭ কোটি টাকা। একই সময়ে, সদস্য সংখ্যা ১.৬৫ কোটি, যার মধ্যে ৯০.৮২ শতাংশই নারী।

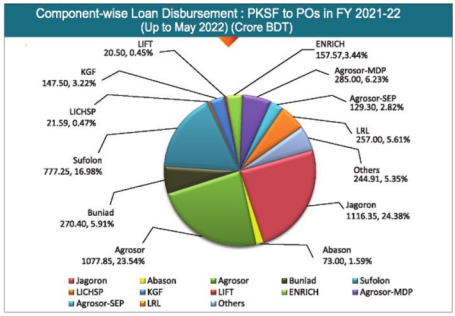

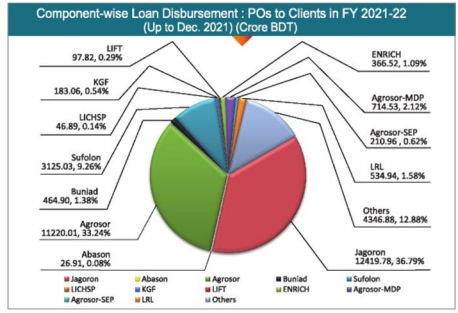

বঙ্গবন্ধু ধান সম্প্রসারণে পিকেএসএফ

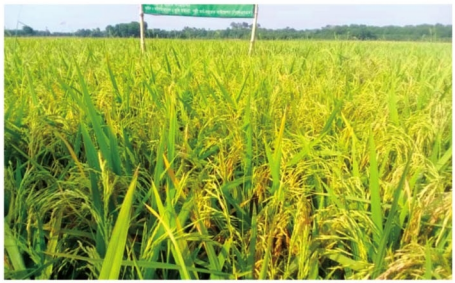

মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট ২০২১ সালে উচ্চ জিংক সমৃদ্ধ ব্রি ধান ১০০ (বঙ্গবন্ধু ধান ১০০) জাতটি অবমুক্ত করে। নতুন এই ধানে জিংক-এর পরিমাণ ২৫.৭ মি.গ্রাম/কেজি যা মানুষের শরীরে জিংকের দৈনিক চাহিদার প্রায় ৩০-৬০% মেটাতে পারে। বাড়ন্ত বাচ্চাদের জিংকের অভাব হলে বেটে হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বাংলাদেশের প্রায় ৪৪.৬ ভাগ শিশু এবং ৫৭.৩ ভাগ প্রাপ্ত বয়স্ক নারী জিংকের অভাবজনিত রোগে ভুগছে। ব্রি ধান ১০০-এর জীবনকাল বোরো মৌসুমের ব্রি ধান ৭৪-এর প্রায় সমান এবং ফলন ব্রি ধান ৭৪-এর চেয়ে সামান্য বেশি। চালের আকৃতি মাঝারি চিকন এবং ব্রি ধান ৮৪-এর চেয়ে ফলন প্রায় ১৯% বেশি।

পিকেএসএফ-এর সমন্বিত কৃষি ইউনিটের আওতায় বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট-এর সাথে সমন্বয় করে নতুন ধানের জাত সম্প্রসারণের অংশ হিসেবে ২০২১ সালের বোরো মৌসুমে প্রায় ২০ শতাংশ জমিতে প্রথমবারের মতো ধানটি চাষ করা হয়। নতুন এ ধান বীজের প্রাপ্যতা সৃষ্টিতে ও বীজ বর্ধনের লক্ষ্যে ব্রি থেকে প্রথমবারের মতো ২ কেজি প্রজনন বীজ সরবরাহ করা হয়েছে। ইউনিটভুক্ত সহযোগী সংস্থা ওয়েভ ফাউন্ডেশন-এর মাধ্যমে চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুরহুদা উপজেলায় এ ধান বীজ লাগানো হয়েছে। ব্রি প্রদত্ত বঙ্গবন্ধু ধান ১০০-এর ২ কেজি প্রজনন বীজ থেকে প্রায় ৪৮০ কেজি ধান উৎপাদন হয়েছে যার মধ্যে ৩০০ কেজি ভিত্তিবীজ হিসেবে ব্যবহার করা যাবে।

পাহাড়ে গোল মরিচ চাষ: কমাতে পারে আমদানি নির্ভরতা

মীরসরাই উপজেলার পাহাড়ি অঞ্চলে উচ্চ মূল্যের মসলা জাতীয় ফসল গোল মরিচ চাষ করে স্বাবলম্বী হয়েছেন প্রীতিলতা ত্রিপুরা। তিনি চট্টগ্রাম জেলার মীরসরাই উপজেলার করেরহাট ইউনিয়নের কয়লা বড় পাড়া গ্রামে স্বামী সন্তানসহ বসবাস করেন। তার বসতভিটাসহ চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ৯০ শতক, এর মধ্যে কিছু জমি তিনি বর্গা চাষ করেন। কৃষিকাজে আগ্রহের পাশাপাশি নতুন প্রযুক্তি অভিযোজনের ইচ্ছা থেকেই তিনি গোল মরিচ চাষে যুক্ত হন। বর্তমানে গোল মরিচ বিক্রির আয় তাকে আশা যোগাচ্ছে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের।

৩ বছর আগে পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা 'অপকা'র মাধ্যমে প্রীতিলতা তার ২৫ শতাংশ পরিত্যক্ত জমিতে গোলমরিচ চাষের জন্য উদ্বুদ্ধ হন। পিকেএসএফ-এর PACE প্রকল্পের আওতায় ২ দিনব্যাপী আধুনিক প্রযুক্তিতে গোল মরিচ চাষে দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন তিনি। এরপর প্রকল্পের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় ২৫ শতক জমিতে প্রদর্শনী প্লট হিসেবে গোল মরিচের চাষ শুরু করেন।

গোল মরিচ গাছ থেকে ফলন পেতে ২-৩ বছর সময় লাগে বলে ১ম ও ২য় বছর গোল মরিচ বাগানে সাথী ফসল হিসাবে আদা, হলুদ এবং সবজি চাষ করেন ও উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করে ৪৫,০০০ টাকা, গোল মরিচের কাটিং/চারা বিক্রি করে ১৫,০০০ টাকা এবং তৃতীয় বছরে ১০ কেজি গোল মরিচ ফল সংগ্রহ করেন এবং বিক্রি করে ৭,০০০ টাকা আয় করেন। প্রীতিলতার আশাবাদী যে, প্লট থেকে আগামী ২০ বছর পর্যন্ত প্রতি বছরে কাটিং বাবদ ২৫ হাজার টাকা, গোল মরিচ বিক্রি বাবদ ৩৫ হাজার টাকা এবং সাথী ফসল হতে ১৫ হাজার টাকা আয় করতে পারবেন। মিরসরাই ও ফটিকছড়ি অঞ্চলের আবহাওয়া ও মাটির গুণাগুণ গোল মরিচ চাষের জন্য অত্যন্ত উপযোগী বিধায় এ অঞ্চলে পরীক্ষামূলকভাবে অনাবাদি পাহাড়ি ঢালু জমিতে গোল মরিচ চাষের সূচনা করা হয়। প্রযুক্তি স্থানান্তর উপ-প্রকল্পের আওতায় গোল মরিচ চাষের অভূতপূর্ব ফলাফল দেখে আরও পাঁচ শতাধিক কৃষক গোলমরিচ চাষাবাদ শুরু করেছেন। এ উপ-প্রকল্পের প্রদর্শন প্রভাব (Demonstration Effect) প্রায় ২,৬০০%। ফলে দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে ভালো মানের নিরাপদ গোল মরিচের সরবরাহ বাড়ছে যা আমদানি নির্ভরতা কমাতে সহায়ক হচ্ছে।

বুক পোস্ট

পিকেএসএফ পরিক্রমা

উপদেশক : ড. নমিতা হালদার এনডিসি
মোঃ ফজলুল কাদের

সম্পাদনা পর্ষদ : মোঃ মাহফুজুল ইসলাম শামীম, সুহাস শংকর চৌধুরী
মাসুম আল জাকী, সাবরীনা সুলতানা